বাংলাদেশ আওয়ামী যুব

প্রজন্মলীগের মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠন

“বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা শেখ হাসিনার নেতৃত্ব সততা ও শক্তি একতাই বল” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী যুব প্রজন্মলীগের মুজিবনগর উপজেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জেলা কমিটির সভাপতি তারিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান স্বাক্ষরিত এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। শহরের কোর্ট সড়কে মেহেরপুর জেলা যুব প্রজন্ম লীগের অফিস কার্যালয়ে জেলা যুব প্রজন্মলীগের সভাপতি তারিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান এ কমিটির অনুমোদন দেন।

মুজিবনগর উপজেলা প্রজন্মলীগের সভাপতি মার্টিন রতন মন্ডল ও মুর্শিদ আলম লিপুকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্যের এই কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ-সভাপতি জাহিদুর রহমান, মৌসুমী আক্তার শ্যামলী, দেবাস্তিন মন্ডল, শাকিল রেজা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক পদে সমুয়েল মল্লিক, প্রসেনজিৎ মন্ডল, আরোজ খাঁ, শেফালী মল্লিক, মোস্তাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সুজন মিয়া, সোহেল সরদার, ইমরান মোল্লা, মিঠন আলী, মিলন হোসেন, পাপ্পু মন্ডল, জাব্বারুল ইসলাম, আশরাফুল আলম ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা পদে লাভলি খাতুন। আগামী ১ বছরের জন্য এই কমিটিকে অনুমোদন দেওয়া হয়।

গাড়াবাড়ীয়াতে ক্রিকেট খেলার

উদ্বোধন

গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে ক্রিকেট খেলার উদ্বোধন করলেন ১ নং কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

গতকাল বিকাল ৪ ঘটিকার সময় গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের সাবেক খেলোয়াড় জিনারুল ইসলামের পরিচালানায় খেলার উদ্বোধন করা হয়।

উক্ত খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক রেজাউর রহমান, সভাপতিত্ব করেন মুক্তিযোদ্ধা সদর আলী, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিজানুর রহমান রানা চেয়ারম্যান।

আরও উপস্থিত ছিলেন সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের ক্রিড়া শিক্ষক ইমদাদুল হক, সাবেক ক্রিকেটার ইয়ার ইসলাম, হাফিজুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ।

এ সময় মিজানুর রহমান রানা তার বক্তব্যে জানান বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সকল প্রকার খেলায় যুব সমাজের অনিহা। তবে প্রধান মন্ত্রী মাদক থেকে দূরে রাখতে খেলা ধুলার বিভান্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছেন।

তাই যুব সমাজকে খেলার দিকে ধাবিত করার জন্য গাড়াবাড়ীয়াতে যেন প্রতি বছরেই যেন এই খেলাটি হয় তার জন্য আমি আপনাদের পাশে থেকে সর্বচ্চ সহযোগিতা করবো।
এর চেয়ে বড় ধরনের খেলা যেন পরিচালনা করা যায় সেই ব্যবস্থাও করবো।

গাংনীতে ফসলি জমির মাটি লুট, দেখার কেউ নেই

গাংনী পৌরসভার মাটি ব্যবসায়ীরা বেপরোয়া হয়ে ফসলি জমির মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছেন। এমন অপতৎপরতা বন্ধে ব্যবস্থা নিতে

প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসতে হবে বলে মনে করেন এলাকার সাধারণ জনগণ। গাংনী পৌরসভাসহ উপজেলা ব্যাপী অপরিকল্পিত পুকুর খননের কারণে। আবাদি জমি দিন দিন কমতে শুরু করেছে।

বিভিন্ন ইউনিয়ান ভূমি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মাটি ব্যবসায়ীদের ফসলি জমির মাটি কাটা বন্ধের কথা থাকলেও কোন কাজ হচ্ছে না। পরের ফসলি জমির মাটি লুট বন্ধে কোন নমূনা নেই। গাংনী উপজেলায় প্রায় শতাধিক ইট ভাটা রয়েছে। গত নভেস্বর মাস থেকে এসব ভাটায় ইট তৈরি ও পোড়ানোর কাজ শুরু হয়। এতে প্রতিটি ভাটায় প্রয়োজন মাটি।

এসুযোগে বাঁশবাড়ীয়া, জুগীন্দা, চিৎলা, নিত্যান্দপুর, পাকুড়িয়া টেপাপাংয়াশিং, বাহাগুন্দা আযানসহ প্রায় ৩০ স্থানে ভেকু মেশিনের মাধ্যমে মাটি কেটে ট্রাক্টর দিয়ে ফসলি জমির মাটি বিভিন্ন ইট ভাটায় নিয়ে যাচ্ছে। আর জমির মালিকরা না বুঝেই তা ইট ভাটার মালিকদের কাছে বিক্রি করছেন।

চিৎলা গ্রামের সাবেক মেম্বর শফিউর রহমান জানান মাঠে আবাদি জমি কমে যাচ্ছে, সাথে আবাদের পরিবেশ বিভিন্ন ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রশাসন যদি ব্যবস্থা না নেই তাহলে কৃষি খাতে ক্ষতি হবে।

১নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি রহিদুল ইসলাম জানান আমি নিজে যত্রতত্র মাটি কাটার জন্য মোবাইল ফোনে গাংনী উপজেলা প্রশাসনকে জানালে তারা আমাকে লিখিত অভিযোগ করতে বলে।

৮নং ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন জুগীন্দা গ্রামের একটি অপরিকল্পিত পুকুরের কারণে শত শত বিঘা জমি পানিবন্দী হয়ে আবাদের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহাম্মেদ আলী বলেন পৌরসভা সীমানার ভিতরের পুকুর খনন করে পৌর নাগরিকদের কোন অসুবিদা করা যাবে না। পুকুর খনন করতে হলে পৌরসভা থেকে অনুমতি নিতে হবে। তানা হলে পৌর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরকীয়া প্রেমিককে ৫ টুকরা: সেই শাহনাজের বিরুদ্ধে মামলা

রাজধানীর ওয়ারীর একটি বাসা থেকে সজীব হাসান নামে এক যুবকের পাঁচ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় তার পরকীয়া প্রেমিকা শাহনাজ পারভীনকে আসামি করে মামলা করা হয়েছে।

ওয়ারী থানা পুলিশ বাদী হয়ে মামলাটি করেছে।

ওয়ারী থানার এসআই ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে ওয়ারীর কেএম দাস রোডের একটি বাসা থেকে সজীব হাসানের লাশের পাঁচ টুকরা উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় শাহনাজ পারভীনকে আটক করা হয়েছে। ওই প্রেমিকা এখন থানা হেফাজতে রয়েছেন।

এসআই সাইফুল বলেন, হত্যার কথা স্বীকার করেছেন ওই শাহনাজ। এর পরও হত্যার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছেন কিনা, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আজ ওই নারীকে আদালতে তোলা হতে পারে বলে জানান এসআই সাইফুল।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে পুলিশ ওই নারীর রিমান্ড চাইবে। সাইফুলের লাশ মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। নিহত যুবকের পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা থানায় যোগাযোগ করেছেন।

নিহত সজীব হাসান শ্যামলী পরিবহনের কাউন্টার মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহের শৈলকূপায়। বাড়িতে তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওয়ারীর ১৭/১ কেএম দাস লেন পানির পাম্প এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে টাকা-পয়সা ও সোনার গহনা বিক্রি করার বিষয়ে বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে পরকীয়া প্রেমিকা শাহনাজের ছুরির আঘাতে প্রেমিক সজীব ঘটনাস্থলে নিহত হন।

শাহনাজ স্বামীবাগ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা। তার স্বামী একজন ব্যবসায়ী। তার দুই ছেলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন এবং একমাত্র মেয়ে কলেজে পড়েন। নিহত সজীবের সঙ্গে শাহনাজের চার-পাঁচ

বছর ধরে অবৈধ সম্পর্ক চলছিল। তারা একটি বাসায় মাঝে মাঝে অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হতেন।

বৃহস্পতিবারও দুজন দেখা করে শারীরিক সম্পর্ক শেষে টাকা ও সোনার গহনা পাওনা নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হন। বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে সজীব শাহনাজকে চড় থাপ্পড় মারলে শাহনাজ ক্ষিপ্ত হয়ে চুরিকাঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই সজীবের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ লুকাতে শাহনাজ মরদেহ পাঁচটি খণ্ড করেন।

স্থানীয়রা বলছেন, গোঙানির শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে শাহনাজ পালানোর চেষ্টা করেন। স্থানীয়রা তাকে আটক করে পুলিশে দেন। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করে।

সূত্র জানায়, গত দুদিন আগে হত্যাকারী শাহনাজ তার প্রকৃত স্বামীর ঘর সংসার-ছেলেমেয়ে রেখে স্বর্ণালঙ্কার, কাপড়চোপড় ও টাকা-পয়সা এবং লাগেজ নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে সজীব হাসানের সঙ্গে দেখা করেন। তার স্ত্রী পরিচয় দিয়ে সজীবের বাসায় অবস্থান করা শুরু করেন।

মেহেরপুরে করোনা টিকা নিয়েছে ৮৫০ জন

মেহেরপুর করোনা টিকা প্রদানের পঞ্চম দিনে টিকা নিয়েছে মেহেরপুর জেলাতে ৮৫০ জন সদরে ৩৮০ ও সর্বশেষ মেহেরপুরে টিকা গ্রহণ করলো ২০২৯ জন।

সোমবার সকাল ৮.০০ থেকে দুপুর ২.৩০ পর্যন্ত মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হসপিটালে করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ কার্যক্রমের পঞ্চম দিনে কোভিড-১৯ টিকা নিলো ৩৮০ জন ব্যাক্তি।

এই বিষয়ে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ড. নাসির উদ্দিন জানান, প্রথম দিনে মেহেরপুর সদরে ২০ জনকে এই টিকা দেওয়া হয়েছিলো তার ভিতরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান ও আমি নিজে ছিলাম এখনো পর্যন্ত টিকা নেওযার পর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি।

তিনি আরও জানান,এখন থেকে ৪০ বছর এবং এর বেশি বয়সী সকল মানুষ কভিড-১৯ এর টিকা নিতে পারবেন।

মেহেরপুরে এ পর্যন্ত অনলাইনে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন প্রায় ৩১০৪ জন। মেহেরপুরের তিন উপজেলাতেই দেওয়া হচ্ছে টিকা।

মেহেরপুরের গাংনীতে গাঁজাসহ ২ জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী তেঁতুলবাড়িয়া গ্রাম থেকে ২শ’৫০ গ্রাম গাজাসহ দু’জনকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশ।

বুধবার দিবাগত রাতে তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়া থেকে তেঁতুলবাড়িয়া দয়েরপাড়ার আবুল কালাম বিশ্বাসের ছেলে এনামুল হক
(৪২) ও সীমান্তবর্তী খাসমহল গ্রামের স্কুলপাড়ার মিশকাত আলীর ছেলে নাজমুল হোসেন (২২) কে ২শ’৫০ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

মেহেরপুর জেলা ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, দু’জন মাদক ব্যবসায়ী মাদক বিক্রির উদ্দেশ্যে তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের পূর্বপাড়ায় অপেক্ষা করছে।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির এসআই অজয় কুমার কুন্ডু সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে ২শ’৫০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় হামলা, ভাঙচুরের প্রতিবাদে দু’নারীর সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গায় বাড়ির রাস্তা দখলের উদ্দেশ্যে হামলা, ভাঙচুর ও সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আফরোজা খাতুন ও সাহিদা খাতুন নামের দুই নারী।

বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অভিযোগকারীরা চুয়াডাঙ্গা শহরের কাঠপট্টি এলাকার বাসিন্দা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে দাবী করা হয়, পাশের একটি জমির সঙ্গবদ্ধ ১৫ মালিক তাদের নির্ধারিত রাস্তা ব্যবহার না করে আফরোজা খাতুন ও সাহিদা খাতুনের ব্যক্তিগত রাস্তা জোরপূর্বক ব্যবহারের জন্য পূর্ব থেকেই নানা পরিকল্পনা করে আসছে।

তারই ধারাবাহিকতায় গত ৪ ফেব্রুয়ারি বিনা উষ্কানিতে তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে বাড়ির বিভিন্ন স্থান এবং সদর দরজা ভাঙচুর করে। পরবর্তিতে তারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, আমরা দুই পরিবার আমাদের নিজ জমির দক্ষিণ পাশে যৌথভাবে ১৪ লিং জমি পথ হিসেবে ব্যবহার করে আসছি। উক্ত পথ আমাদের উভয় পরিবারের নিজ দলিলী সম্পত্তি। দলিল নং- ৩৮৬০/০৩। আমাদের জানমাল ও বাড়ীর সুরক্ষার জন্য আমরা উভয় পরিবার বাড়ির পশ্চিম পাশের অংশে নিরাপত্তা গেইট এবং দক্ষিণ পাশে প্রাচীর নির্মাণ করি।

এ অবস্থায় সম্পূর্ণ বিনা উষ্কানিতে কাঠপট্টি এলাকার আকবর আলী, তার দুই ছেলে সোহেল ও জুয়েল পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক ১৫-২০ জন দুষ্কৃতিকারীকে সঙ্গে নিয়ে হাতে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ আমাদের নিরাপত্তা গেইট ভেঙ্গে জোরপূর্বক বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে এবং আমার বাসার মেইন গেইটে আঘাট করে ভাঙ্গার চেষ্টা করে। পরে পকেট গেইট দিয়ে বাসার মধ্যে জোরপূর্বক প্রবেশ করে। আমি এসবের কারণ জানতে গেলে অনুপ্রবেশকারীরা (সোহেল ও জুয়েলসহ) আমাকে মারধর করে আহত করে।

দক্ষিণ পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। আমাদের মেরে ফেলারও হুমকি দেয়। এই ন্যাক্কারজনক অপরাধের কারণে আমি চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা দায়ের করেছি। মামলা নং- ৮, তারিখ- ০৭/০২/২০২১।

এছাড়াও চুয়াডাঙ্গার দেওয়ানী আদালতে জমি সংক্রান্ত একটি মামলা চলমান রয়েছে। বর্তমানে আমরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। তারা আমার পরিবারের বিরদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার চালাচ্ছে। তারা আমাদের ব্যক্তিগত জমি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নিজেদের দলিলে অন্তর্ভূক্ত করেছে। তাদের জমির দক্ষিণ পাশে (পূর্বনির্ধারিত) ১২ ফুট রাস্তার ব্যবহার না করে গায়ের জোরে আমাদের জমি জবর দখল করার পায়তারা করছে।

অভিযুক্ত আকবর গং আমাদের জমির সন্নিকটে জমি ক্রয়ের পর থেকেই নানাভাবে আমাদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে আসছে। যার প্রতিবাদ করতে গেলেই তারা নানাভাবে হুমকি-ধামকি দিয়ে থাকে।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা হকি টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু চুয়াডাঙ্গা জেলা হকি টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে টুর্ণামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার।

আলোর দিশারী স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজন এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এ টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শৈলকুপায় মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে মানব বন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার কাঁচেরকোল ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের সদস্য ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান মিয়া বাবুর সহ ৫জন নিরিহ গ্রাম বাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলার তুলে নিতে এক মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

আজ সকাল ১১টায় স্থানীয় কচুয়া বাজারে এ মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মানব বন্ধনে এলাকাবাসির পক্ষে বক্তব্য রাখেন কাজী ইয়াসিন, ভুক্তভোগী ইমরানের বাবা ইদ্রিস মিয়া, মা পারুল বেগম, ভাই পলাশ মিয়া প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে দাবী করেন কথিত সাংবাদিক মনিরুজ্জামান মনির একজন চাঁদাবাজ এলাকায় বিভিন্ন ব্যাক্তি ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রসাশনের ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে থাকে। তার নির্দিষ্ট কোন আয় নেই।

তারা প্রশ্ন করেন যে, স্ত্রী সন্তান নিয়ে তিনি কি ভাবে তার সংসারের খরচ চালান? তার বৈধ আয় কি? অপহরণের যে নাটক সাজানো হয়েছে তার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে।

২ ফেব্রুয়ারী রাত ১০ টায় তিনি অপহৃত হয়েছেন মর্মে যে মামলা থানায় দায়ের করেছেন তা মিথ্যা ও বানোয়াট। সাংবাদিকের তকমা লাগিয়ে ঘটনা টি তিনি বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল ও প্রিন্ট মিডিয়া সহ অনলাইন পত্রিকায় পরিবেশন করিয়ে বিশেষ ফায়দা নিতে চেস্টা করেছেন।

মূল ঘটনা হলো ঘটনার দিন রাতে তিনি শৈলকুপা উপজেলার ৮ নং ধলহরা চন্দ্র ইউনিয়নের ধাওড়া গ্রামে কর্মরত কিছু নির্মান শ্রমিক যাদের বাড়ী কাঁচেরকোল ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এবং যারা ধাওড়া এলাকার মমিনের গোডাওনে রাত্রিযাপন করতো।

তাদের কাছে সে গিয়ে রাতটুকু থাকার জন্য অনুরোধ করে। এলাকার লোক বলে শ্রমিকেরা তাকে আশ্রয় দেয়। সকালে ঘুম থেকে জেগে শ্রমিকরা তাকে পায় না।

পরে তারা জানতে পারে যে মনির ওই এলাকায় রাস্তার পাশে হাত পা বাধা অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি ওইদিন সন্ধা রাতে একটি ব্যাটারী চালিত বাহনে শৈলকুপায় গিয়েছিলেন তাও উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি মামলার আবেদনে প্রকৃত বাবার নাম উল্লেখ করেন নি।

ঝিনাইদহে এই প্রথম আদালতে আলোচিত বিয়ে

ঝিনাইদহ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে বৃহস্পতিবার দুপুরে এক আলোচিত বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ আবু আহসান হাবিবের নির্দেশে ও বিয়ের শর্তে জামিন লাভ করেন নাজমুল হোসেন নামে এক ধর্ষণ মামলার আসামী।

ছেলে ও মেয়ের আত্মীয় স্বজন ও উভয় পক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতিতে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেন আসামী পক্ষের আইনজীবী আমিনুর ইসলাম নুরুল।

তিনি জানান, গত বছরের জানুয়ারী মাসে ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চননগর পাড়ার জাহিদ বিশ্বাসের ছেলে নাজমুল হোসেনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা হয়। মামলায় বলা হয় পবহাটী গ্রামের আজিজুল ইসলামের মেয়ে সুমাইয়া খাতুনকে প্রেমের সম্পর্কের সুবাদে পাশবিক নির্যাতন করে নাজমুল। এই মামলা আসামী কারাগারে ছিলেন।

এক বছর এক মাস পর ধর্ষিতার সঙ্গে ধর্ষকের বিয়ের শর্তে বৃহস্পতিবার জামিন লাভ করেন নাজমুল। জামিনের পরে আদালতেই কাজী মুফতি আরিফ বিল্লাহর উপস্থিতিতে তিন লাখ টাকার দেনমোহরে তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।

বিষয়টি নিয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী (পিপি) এড ইসমাইল হোসেন খবরের সত্যতা স্বীকার করে জানান, বিয়ের পর খাওয়া দাওয়া শেষে কন্যা জামাইকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠানো হয়। এ ধরণের বিয়ে ঝিনাইদহের আদালতে এই প্রথম বলে আইনজীবীরা জানান।